ফেরিওয়ালা

তন্ময় দত্ত

কাঠফাটা রোদ্দুরে ফেরিওয়ালা হাঁকে।
লেবু-লজেন্সের শিশি নিয়ে তার কাঁখে।

‘‘পথে-পথে ঘুরে মরি, সব যেন ফাঁকি!
পিচ-গলা রাস্তার পানে চেয়ে থাকি।

দশ’টা লজেন্স বেচে তিন টাকা লাভ...
সেই লাভে অর্দ্ধেক মালিকের ভাগ।

খদ্দের জোটেনি তো সারাদিন ঘুরে।
হাঁসফাঁস করে বুক গরম দুপুরে।

রাস্তার কল’এ জল খাই চেটেপুটে,
দানাপানি নেই পেটে ঘুম থেকে উঠে।

বাড়িতে খোকাটার আজ তিন দিন জ্বর।
বউটাও খেটে-খেটে মরে দিনভর।

ওষুধের টাকা নেই... বাড়িভাড়া বাকি।
বাড়িওয়ালা লোকটাকে ‘দাদা’ বলে ডাকি।

পায়ে ধরে চেয়েছিলাম আরো এক মাস।
টাকাই তো সবকিছু, বাকি ছাইপাঁশ।

বলে গেল সাফ কথা, ‘‘সাত দিন দিলাম।
তারপর মাল ফেলে, সব হবে নিলাম।’’

নতুন ভাড়াটে এলে ‘সেলামি’-ও বেশ!
দাদা-ভাই সম্পর্ক নিমেশেই শেষ।

দুবেলা না জুটুক, তবু ছাদটুকু ছিল...
সেটাকেও কেড়ে নিলে আর কী রইল?

লোকে বলে আত্মহত্যা করা মহাপাপ!
দারিদ্র্য তার চেয়েও বড় অভিশাপ।

আজ বাদে কাল যদি এমনিই মরি...
তবে কেন মিছিমিছি অপেক্ষা করি?

এক মুঠো খাবারে খিদে নাহি দমে,
এক ফোঁটা বিষ খেলে, সব জ্বালা কমে!

মৃত্যুবরণ করা কঠিন ভীষণ।
তার চেয়েও কঠিন কাজ জীবনধারন।

মন তবু মানে না এভাবে হারতে,
বউ-ছেলে-সংসার... এসব ছাড়তে।

সবকিছু শেষ হবে মুহূর্তের ভুলে!
তাই ফের হাঁক পাড়ি, ‘‘লেবু-লজেন্স লে-লে!’’’’

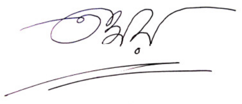

Tanmoy Dutta
06-10-2007
Kolkata